দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 MAR 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

141

উপজেলা পরিক্রমা

পলাশ

পলাশ (নরসিংদী), ৭ মার্চ (সংবাদদাতা)।— নরসিংদী জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ১শ' ৪টি গ্রাম ও ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে পলাশ উপজেলা গঠিত। এ উপজেলার আয়তন ৩৪ বর্গমাইল।

বিদ্যুৎ

প্রবাদে আছে প্রদীপের নীচেই অন্ধকার, প্রবাদটি পলাশ উপজেলার ক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য। কারণ, এখানেই রয়েছে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। কিন্তু বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা থেকে এলাকাবাসী বঞ্চিত। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এখানকার নিত্যদিনের ঘটনা। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা

পলাশ উপজেলায় ৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি বালিকা বিদ্যালয়, ৭টি জুনিয়র বিদ্যালয়, ১শ' ৫০টি মাদ্রাসা, ৪টি এতিমখানা ও ১টি কলেজ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যার আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। ফলে, ছাত্র-ছাতরীদের সঠিক শিক্ষা লাভে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।

যোগাযোগ

পলাশ উপজেলায় কাঁচা-পাকা ১শ' ১৮ মাইল রাস্তা রয়েছে। এর মধ্যে ৯ মাইল মাত্র পাকা এবং বাকী কাঁচা রাস্তা। কিন্তু দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা, সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে পাকা রাস্তার মাঝে-মধ্যে ইট খোয়া প্রভৃতি উঠে যাওয়ায় যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

কৃষি

উপজেলায় জমির পরিমাণ ১৭ হাজার ৮শ' একর। এর মধ্যে ৯ হাজার ৭শ' ৭৯ একর জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করা হয়। বাদবাকী ৮ হাজার ২১ একর জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। উপজেলার কৃষকদের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে এলাকার কৃষির আশানুরূপ উন্নতি করা সম্ভব হচ্ছে না।

চিকিৎসা

উপজেলায় নামেমাত্র একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। সমস্যার অন্ত নেই। ডাক্তারদের অনিয়মিত উপস্থিতি, রোগীদের প্রতি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার চিকিৎসার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওষুধ সংকট তীব্র। অভিযোগে জানা যায়, শতকরা ৯০ জন রোগীই ওষুধ না পেয়ে ফিরে যায়।

হাটবাজার

পলাশ উপজেলায় হাটবাজারের সংখ্যা ১৬টি। হাটবাজারগুলো সমস্যার আবর্তে। হাটবাজারগুলোর পরিবেশ নোংরা। ইজাদারদের দৌড়াত্ম্য, সরকারী জায়গা জবরদখল, বিনা লাইসেন্সের ব্যবসা ইত্যাদি উপজেলার হাটবাজারের প্রধান সমস্যা। এছাড়া অধিকাংশ হাটবাজারেই কমিটি নেই।

শিল্প

পলাশ উপজেলা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প এলাকা। এখানে ৬টি জুট মিল, ২টি সারকারখানা, ৩টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ১টি চিনিকল ও টেক্সটাইল মিল রয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে এলাকার জনসাধারণ এ সকল শিল্প কারখানায় কাজ করতে পারছে না।